দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/২/৮১ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

তুষার এবার বড় ভাইকে ছাড়িয়ে গেলেন

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

দুই সহোদরের ছোট ভাই তুষার ঢাকা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা-তালিকায় প্রথম হবার গৌরব অর্জন করলেন। বড় ভাই শিশির মেধা-তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। এস-এসসি পরীক্ষার মেধা-তালিকায় শিশির প্রথম এবং তুষার দ্বিতীয় স্থানে ছিলো।

ঢাকা কলেজের ছাত্র আবুল কালাম, যার ডাক নাম তুষার, মোট এক হাজার নম্বরের মধ্যে ৯১৫ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন।

বুধবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তুষারের সাক্ষাৎকার নিতে গেলে প্রথমেই বললেন, আমি খুবই আনন্দিত। ভেবে-

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

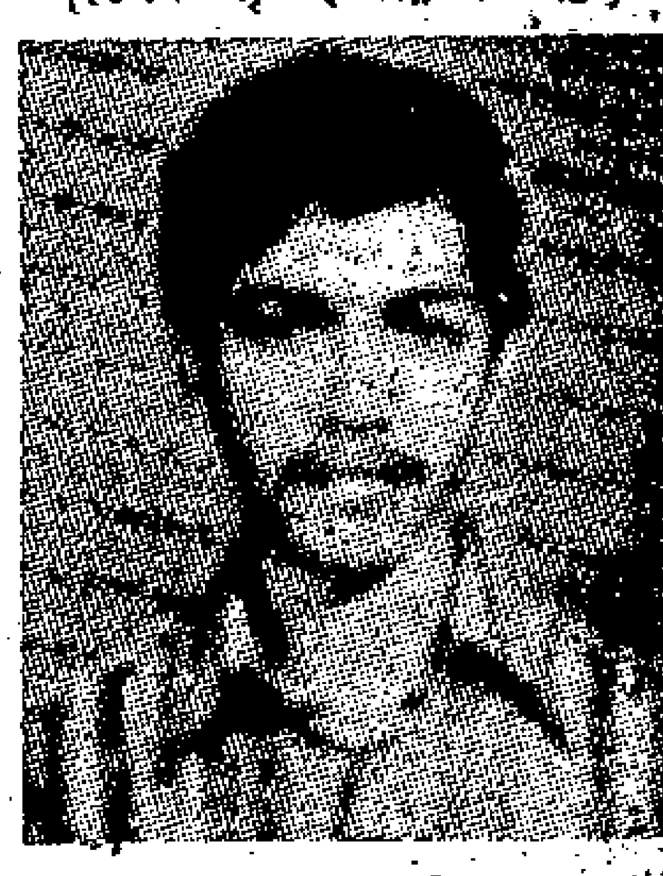

আবুল কালাম তুষার

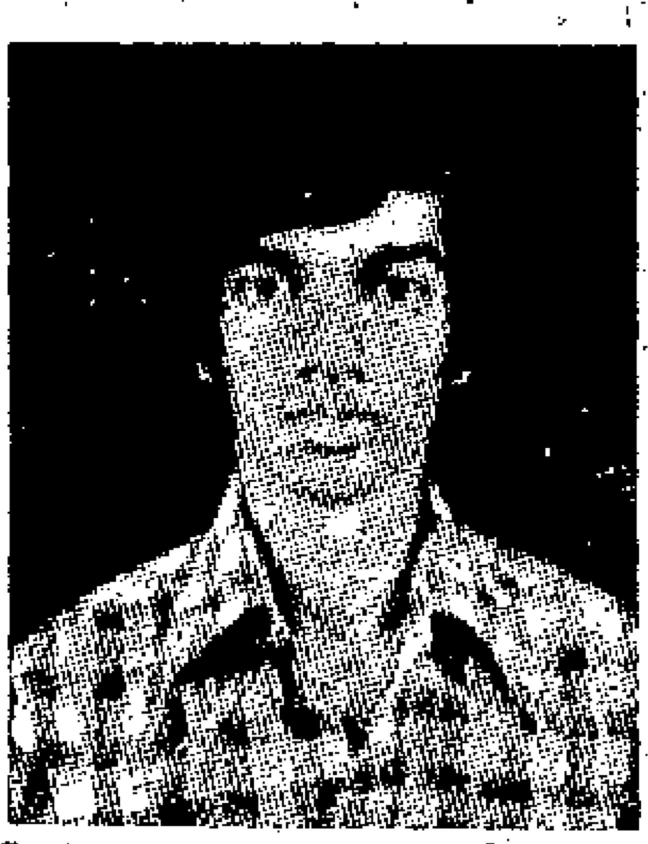

ইকবাল হোসেন

[illegible]

(১ম পৃঃ পর)

ছিলাম নয় শ'-এর ওপর নম্বর পাবো, নম্বর তাই এসেছে। তুষারের চারটি বিষয়ে লেটার আছে।

তুষার সাধারণত প্রতিদিন ৬/৭ ঘন্টা করে লেখাপড়া করতেন। তবে টেস্ট পরীক্ষার পর নিয়মিত ১২ ঘন্টা করে লেখাপড়া করতে হয়েছে। বাড়িতে কোন প্রাইভেট টিউটর ছিল না। কোন কোন বিষয়ে কিছুদিন করে ব্যাচে বসে শিক্ষকদের সহায্য নিতে হয়েছে।

তুষার তড়িৎকৌশলে ভর্তি হবে এবং এই বিষয়ে পিএইচডি করার আশা রাখে। পেশা নির্বাচন সম্পর্কে বললো, পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ওপর এটা নির্ভর করছে। তুষার টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলতে এবং ক্রিকেট খেলা দেখতে উৎসাহী। প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

তুষারের বাবা প্রকৌশলী জনাব আবুল হাশেম ভূঁইয়া পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ডিরেক্টর, মা এক সময় শিক্ষকতা করতেন।

তুষার শিশিরকে ছাড়িয়ে যাবার কারণ সম্পর্কে ওদের বাবা-মা জানালেন শিশির এবার লেখাপড়ায় কিছুটা উদাসীন ছিল।

ইকবাল হোসেন

সম্মিলিত মেধা-তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন ঢাকা কলেজের ছাত্র ইকবাল হোসেন নিসার। এসএসসিতে সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল থেকে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে পাস করেছিলেন। ইকবাল এবার প্রথম দশজনের মধ্যে থাকবেন এ আশা তাঁর ছিল।

ইকবালকে টেলিফোনে প্রথম এ শুভ সংবাদটি দেয় তার এক ফুফাতো বোন। পরীক্ষার আগে ইকবালকে লেখাপড়ায় তিনজন প্রাইভেট টিউটর সাহায্য করেছেন। ইকবাল প্রকৌশলী হতে চান। তড়িৎকৌশলে পড়তে আগ্রহী।

ইকবালের হবি ক্রীড়া সাংবাদিকতা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খেলাধুলার ওপর প্রতিবেদনও লিখছেন।

দু'ভাই দু'বোনের সবার ছোট ইকবাল। বাবা জনাব আশরাফ হোসেন খাদ্য বিভাগের মহাপরিচালক।